সূচীপত্র

আউযুবিল্লাহর প্রয়োজনীয়তা	৫
কেবল কুরআন পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহর প্রতি তাকিদ হলো কেন ?	৫
কুরআন পাঠের সময় শয়তানের তীব্র আক্রমণ কেন ?	৬
আদমের বিরুদ্ধে ইবলিসের যুদ্ধ ঘোষণার ইতিহাস	৭
আদম আ. স্বীয় অপরাধ ঢাকার জন্য কি যুক্তি দিতে পারতেন	১১
আউযুবিল্লাহর তাৎপর্য	১৪
বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরআন তেলাওয়াতের অবস্থা	১৬
কুরআন শব্দের অর্থ	১৮
কুরআনের মর্ম বুঝার চেষ্টা না করে শুধু সওয়াবের জন্য পড়ে	২৩
তেলাওয়াত শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য	২৮
কুরআনের মর্ম বুঝা ও তাফসীর পড়াকে ক্ষতি মনে করা	৩০
শয়তানের ষড়যন্ত্র	৩৩
কিভাবে শয়তানের ধোঁকা বুঝা যাবে	৩৭
এ দুরবস্থা হতে বাঁচার উপায়	৪৩
কতিপয় প্রশ্নের উত্তর	৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আউযুবিল্লাহর প্রয়োজনীয়তা

অধিকাংশ কুরআন তেলাওয়াতকারী জানেন যে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়তে হয় কিন্তু এর শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে সকলের ধারণা একই রকম নয়। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

"যখন তুমি কুরআন পাঠ করো তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করো।"–সূরা আন্ নহল ঃ ৯৮

বাক্যটি একটি আদেশমূলক বাক্য। আর এ আদেশ স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের। অতএব স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যায় যে, এটা অবশ্য কর্তব্য, সে জন্যই অনেক ওলামার মত হলো কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠের মাধ্যমে মনের ঐকান্তিকতা সহকারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া (আউযুবিল্লাহ পাঠ করা) ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য।

কেবল কুরআন পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহর প্রতি তাকিদ হলো কেন ?

আমরা অনেক ধরনের ইবাদাত এবং বহু ভালো কাজ করে থাকি, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম হলো না বা ওয়াজিব হলো না, হলো কুরআন পাঠের পূর্বে। অথচ ছোট বেলা থেকে আমরা জানি বা এটা বহুল প্রচারিত কথা যে, কুরআন পাঠ করলে শয়তান ভাগে। মানুষ যখন কোনো শয়তান বা দুষ্ট জিনের ভয় অনুভব করে তখন এ ভয় দূর হওয়ার জন্য কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে। মনে করে এতে জিন, ভূত, শয়তান, যাই হউক ভেগে যাবে। কিন্তু কুরআন পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য হওয়ার কারণে এটা সহজে বুঝে আসে যে, মানুষ যখন কুরআন পাঠ করে তখন শয়তান তার কাছে আসে, তার দিকে ধাবিত হয় বা তাকে আক্রমণ করে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার হুকুম থেকেই এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। সাধারণত মানুষ যখন কোনো দুর্বৃত্ত বা কোনো শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই কারো নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাকাতে আক্রমণ করলে পুলিশের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। কোনো শিশুকে কেউ আক্রমণ করলে সে দৌড়ে যেয়ে তার আব্বা আম্মার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। মুরগীর বাচ্চাকে যদি চিল বা

বাজ পাখী আক্রমণ করে দৌড়ে গিয়ে তার মায়ের বুকের নিচে আশ্রয় নেয়। মোটকথা কুরআন পাঠের পূর্বে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার আদেশের কারণেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, কুরআন পাঠের সময় শয়তান পাঠকের প্রতি দারুণভাবে আক্রমণ চালায়। শুধুমাত্র কুরআন পাঠের পূর্বে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার আদেশ থেকে এটাও পরিষ্কার হয় যে, মানুষের সকল কাজ এবং সকল ইবাদাতের মধ্যে কুরআন পাঠ নিয়ে শয়তানের মাথা ব্যথা বেশী এবং এখানে বিজয়ী হতে পারলেই শয়তানের বিজয়। এখন মনে প্রশ্ন জাগে একমাত্র কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে শয়তানের এতো আক্রমণ কেন ?

কুরআন পাঠের সময় শয়তানের তীব্র আক্রমণ কেন ?

শুধু কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে শয়তানের তীব্র আক্রমণের কারণ বর্ণনা করতে গেলে প্রথমেই মানুষের সাথে শয়তানের দুশমনির গোড়ার কাহিনী আলোচনা করা ছাড়া পরিষ্কার ধারণা লাভ করা এবং সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। শয়তানের ধারণা হলো মানুষের কারণেই তার বিপর্যয়। মানুষের জন্যই তার গলায় লা'নতের তওক পরেছে। মানুষের কারণেই সে আল্লাহর নিকট থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং মালউন বা অভিশপ্ত হিসেবে আল্লাহ শয়তানকে ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করাকেই তার মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। শয়তানের এ প্রতিজ্ঞা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে উল্লেখ হয়েছে। এখানে ২/১টি উল্লেখ করা হলো ঃ

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

"সে বললো, (ইবলিস বললো) হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমার সর্বনাশ করলে তার শপথ আমি পৃথিবীতে পাপকর্মকে মানুষের জন্য শোভন করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলের সর্বনাশ সাধন করবো।"

–সূরা আল হিজর ঃ ৩৯

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

"ইবলিস বললো, আপনার ক্ষমতার শপথ আমি তাদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করবো।"–সূরা সা'দ ঃ ৮২